হুযূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দানশীলতা

সাপ্তাহকি সুন্নাতে ভরা ইজতমিার সুন্নাতে ভরা বয়ান

হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দানশীলতা

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম, নবী মুকার্‌রম, শাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "কৃপণ সেই, যে ব্যক্তির সামনে আমার আলোচনা হলো, আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না।"

(মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল, ১/৪২৯, হাদীস- ১৭৩৬)

কসরত ছে পড়তা রহো দুরূদ উন পর সদা মেঁ,
আউর যিকির কা ভি শওক পেয়ে গউছ রযা দে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

✻ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব। ✻ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসব। ✻ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব। ✻ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করব, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকব।

www.dawateislami.net

✻ تُوْبُوْا اِلَى الله, اُذْكُرُ الله, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিব। ✻ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

✻ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াব। ✻ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পাঠ করব এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াব। ✻ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করব। ✻ ১৪ পূরার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً "অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌঁছিয়ে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করব। ✻ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করব। ✻ কবিতা পাঠ করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকব। ✻ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্‌আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করব। ✻ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকব। ✻ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সুলতানে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দানশীলতা

হযরত আব্দুল্লাহ্ হাওজনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত; হালব নামক স্থানে (সিরিয়া) মুয়াজ্জিনে রাসূল হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হল এবং আমি তার কাছ থেকে **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খরচের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন: **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট যা কিছু (মাল) আসতো, তা খরচ করার দায়িত্ব আমার ছিলো। নবুয়ত প্রকাশকাল থেকে ওফাত শরীফ পর্যন্ত এই কাজ আমার হাতে সোপর্দ ছিল। যখন কোন বস্ত্রহীন মুসলমান **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট আসতো, তখন তিনি আমাকে আদেশ দিতেন এবং আমি কারো কাছ থেকে কর্জ নিতাম এবং চাদর কিনে তাকে পরিধান করিয়ে দিতাম আর খাবারও খাওয়াতাম। একদিন এক মুশরিক আমার নিকট আসলো এবং বলতে লাগল: হে বিলাল! তুমি আমি ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে কর্জ নিবেনা। আমার নিকট অধিক মাল আছে, আমি এমন করলাম। একদিন আমি অযু করে আযান দেবার জন্য দাঁড়ালাম, তখন কি দেখলাম! ঐ মুশরিক কয়েকজন ব্যবসায়ী সঙ্গে নিয়ে আমার নিকট আসলো এবং আমাকে অনেক মন্দ কথা বলল। আর বলতে লাগল: তোমার কিছু জানা আছে, ওয়াদার আর কত দিন অবশিষ্ট রয়েছে, যদি ঐ সময়ের মধ্যে তুমি কর্জ আদায় না করো তাহলে তোমাকে গোলাম বানিয়ে ছাগল চরানোর দায়িত্বে নিয়োজিত করব, যে ভাবে তুমি প্রথমে চরাতে। এটা শুনে আমার চিন্তিত হলাম। এমনকি আমি ইশার নামায আদায় করলাম, তখন **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও নিজের পবিত্র হুজরায় তাশরীফ নিলেন। অনুমতি নিয়ে খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কুরবান হোক। ঐ মুশরিক যার থেকে আমি কর্জ নিই, সে আমাকে এইরূপ বলেছে। আপনার কাছেও কর্জ আদায়ের জন্য কিছু নেই এবং আমার কাছেও কিছু নেই। সে আমাকে পুনরায় লাঞ্ছিত করবে, আমাকে অনুমতি দিন যেন, আমি ঐ লোকদের নিকট চলে যাই যারা মুসলমান হয়েছে। এমনকি **আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এত মাল দান করুক, যার দ্বারা আমার কর্জ আদায় হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

এটা বলে আমি সেখান থেকে বের হয়ে আসলাম। সকালে যাওয়ার উদ্দেশ্যে যখন আমি বাইরে বের হলাম, তখন একজন ব্যক্তি দৌঁড়ে আমার নিকট আসলো এবং বলতে লাগল: হে বিলাল! **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনাকে ডেকেছেন। আমি সেখানে পৌঁছলাম, তখন কি দেখছি, মাল বোঝাই সহ চারটি উট উপস্থিত। আমি ভিতরে আসার অনুমতি চাইলাম, তখন **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "মোবারক হোক! **আল্লাহ্ তাআলা** তোমার কর্জ আদায়ের ব্যবস্থা করে দিলেন।" অতঃপর ইরশাদ করলেন: "তুমি উট চারটি দেখেছ?" আমি আরয করলাম: জ্বি, হ্যাঁ! তিনি ইরশাদ করলেন: "এই উটগুলো ফদক নামাক জায়গায় পাঠিয়েছেন। এই উটগুলোর উপর বোঝাই কৃত পন্য এবং কাপড়গুলো তুমি রাখো, আর এর দ্বারা নিজের কর্জ আদায় করো।" আমি আদেশ পালনার্থে এরূপ করলাম। এরপর আমি মসজিদে আসলাম এবং **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সালাম আরয করলাম, তখন তিনি ইরশাদ করলেন: "ঐ মাল দ্বারা তোমার কি উপকার হয়েছে?" আমি আরয করলাম: **আল্লাহ্ তাআলা** ঐ সমস্ত কর্জ আদায় করে দিলেন, যা তার রাসূলের উপর ছিলো। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "ঐ মাল থেকে কিছু অবশিষ্ট আছে কি?" আমি আরয করলাম: জ্বি, হ্যাঁ! **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আমাকে তা থেকেও মুক্ত করো, যতক্ষণ তার কোন ঠিকানা লাগবেনা ততক্ষণ আমি ঘরে ফিরে যাবোনা।" **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইশার নামায থেকে অবসর হয়ে আমাকে ডেকে ঐ অবশিষ্ট মাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি আরয করলাম: এগুলো আমার নিকট আছে কোন প্রার্থী মিলেনি। **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রাতে মসজিদেই অবস্থান করলেন। দ্বিতীয় দিন ইশার নামাযের পর আমাকে পুনরায় ডাকলেন। **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم**! আল্লাহ্ তাআলা** আপনাকে মুক্ত করে দিয়েছেন। তা শুনে তিনি তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বললেন এবং **আল্লাহ্ তাআলার** শুকরীয়া আদায় করলেন। কেননা, **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভয় ছিলো যাতে এরূপ না হয় যে, বেছাল এসে যায় এবং ঐ মাল আমার কাছে থাকে। তারপর আমি **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পিছনে চলতে লাগলাম আর তিনি পবিত্র হুজরায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন।

(সুনানু আবু দাউদ, কিতাবুল খরাজ ওয়াল ফাই ওয়াল ইমারতে, ৩য় খন্ড, ২৩০-২৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩০৫৫)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! **প্রিয় আক্বা, মদীনে ওয়ালে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিরূপ দান করতেন কোন জিনিসই নিজের কাছে রাখা পছন্দ করতেন না। বরং যতক্ষণ লোকদের মাঝে বন্টন করতেন না, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রশান্ত হতেন না। নিজের কোন জিনিসের প্রয়োজন সত্ত্বেও গরীব এবং মুখাপেক্ষীদের উপর ছদকা করে দিতেন, আর অভাবীকে এতো দয়া করতেন তার দ্বিতীয়বার চাওয়ার প্রয়োজনই পড়তো না। কিন্তু আফসোস! শত কোটি আফসোস! আমাদের অবস্থা এমন যে, দুনিয়ার মুহাব্বত অন্তর থেকে কম হবার নাম নেইনা এবং সব সময় দুনিয়ার নেয়ামত এবং প্রচুর্য্য বাড়ানোর ধ্যানে মগ্ন। হযরত সায়্যিদুনা মাজমা আনসারী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ একজন বুজুর্গ সম্পর্কে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন: **আল্লাহ্ তাআলা** আমাকে দুনিয়ার (প্রাচুর্য্য) থেকে বাঁচিয়ে নেবার ইহসান এই (অর্থাৎ দুনিয়ার) প্রশস্ততা (যেমন- মাল এবং দৌলত ইত্যাদি) আকৃতিতে অর্জিত নেয়ামত থেকে উত্তম। কেননা, **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য পছন্দ করেননি। এইজন্য আমার ঐ নেয়ামত সমূহ যেগুলো **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁর **প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য পছন্দ করেছেন, ঐ নেয়ামত সমূহ থেকে অধিক প্রিয়, যেগুলো **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁর **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জন্য অপছন্দ করেছেন। (শুয়াবুল ঈমান, ৪র্থ খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৪৮৯, সংক্ষেপিত) স্মরণ রাখুন! দুনিয়ার দৌলত এর আধিক্যতা এবং প্রাচুর্য্যতা হওয়া অবশ্য নেয়ামত, কিন্তু এই সব জিনিস থেকে বেঁচে থাকাও বড় নেয়ামত। (নেকির দাওয়াত, ৩৫ পৃষ্ঠা)

দুনিয়া সুমিষ্ট এবং সবুজ

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "দুনিয়া সুমিষ্ট ও সবুজ, যে এতে বৈধ উপায়ে মাল উপার্জন করে এবং বিশুদ্ধ ভাবে খরচ করে **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে সাওয়াব দান করবেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যে এতে হারাম উপায়ে মাল উপার্জন করে এবং তা অবৈধ পন্থায় খরচ করে **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে দারুল হাওয়ান (লাঞ্চনার ঘরে) প্রবেশ করাবেন।" (শুয়াবুল ঈমান, ৪/৩৯৬, হাদীস- ৫৫২৭)

www.dawateislami.net

হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাওয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উক্ত হাদীসের আলোকে ফয়যুল কদীর-এ লিখেন: জানা গেলো, দুনিয়া মূলত নিন্দনীয় নয়। যেহেতু এটা আখিরাতের শস্য ক্ষেত্র, এজন্য যে ব্যক্তি শরীয়াতের অনুমতি ক্রমে দুনিয়ার কোন জিনিস অর্জন করে, এই জিনিস আখিরাতে তাকে সাহায্য করে। (ফয়যুল কদীর, ৩/৭২৮, অধিন হাদীস- ৪২৭৩) আমাদেরও উচিৎ প্রয়োজনের চেয়ে অধিক দুনিয়ার পিছেনে না ঘুরা এবং হারাম উপায় গ্রহণ করে মাল এবং দৌলত উপার্জন করার পরিবর্তে হালাল রিযিক উপার্জনের মনমানসিকতা তৈরী করা। আর যথা সম্ভব সদকা খায়রাতও করতে থাকা এবং নিজের আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও অন্যান্য গরীবদেরকে আর্থিক সাহায্যও করা প্রকৃত বিষয় হল; যে কারো সাহায্য করে **আল্লাহ্ তাআলা**ও তাকে সাহায্য করেন, আর **আল্লাহ্**র রাস্তায় দেয়ার কারণে মাল বৃদ্ধি পায়, কমেনা।

সদকার ফযীলত এবং বরকতের প্রাচুর্য

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সদকা সম্পদ কমায় না এবং **আল্লাহ্ তাআলা** ক্ষমা করার কারণে বান্দার সম্মানই বাড়িয়ে দেন, আর যে **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিনম্র হয়, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন।" আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অদ্বিতীয় শান ছিল; পবিত্র ঘরে সম্পদ রাখাও পছন্দ করতেন না বরং তাড়াতাড়ি সদকা করে দিতেন। যেমন- একদিন আছরের নামাযের সালাম ফিরাতেই **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঘরে তাশরীফ নিযে গেলেন। অতঃপর তাড়াতাড়ি বাহিরে আসলেন, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চর্য্য হলেন। **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আমার নামাযেই স্মরণ এসে গেলো সদকার স্বর্ণ ঘরে পড়ে আছে। আমার পছন্দ হলনা রাত হয়ে যাক আর ঘরে ঐ স্বর্ণগুলো পড়ে থাকুক। এইজন্য গিয়ে তা বন্টন করে দেয়ার কথা বলে এসেছি।" (সহীহুল বুখারী, কিতাবুল আমল ফিস্সালাত, ১ম খন্ড, ৪১১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১২২১)

হযরত সায়্যিদুনা আবু যর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: একদিন আমি **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে মুহতাশম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে ছিলাম। যখন তিনি উহুদ পাহাড় কে দেখলেন, তখন ইরশাদ করলেন: "যদি এই পাহাড় আমার জন্য

www.dawateislami.net

স্বর্ণে পরিণত করা হয়, তাহলে আমি পছন্দ করিনা তা থেকে এক দিনারও আমার নিকট তিন দিনের অধিক থাকুক। ঐ দিনার ছাড়া যা আমি কর্জ আদায় করার জন্য রেখেছি।" (সহীহুল বুখারী, কিতাব ফিল ইসতেকরাজ, ২য় খন্ড, ১০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৩৮৮)

সব চেয়ে বড় দানশীল

নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে দানশীলতার মহত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا বলেন: **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মানুষের মাঝে সব চেয়ে বড় দানশীল এবং সাখাওয়াতের দরিয়া, সবচেয়ে অধিক ঐ সময় জোশে আসে যখন রমযানে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হতোন, জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام রমযানুল মোবারকের প্রতিরাতে উপস্থিত হতেন এবং **রাসূলে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার সাথে কুরআনে আযিমের দাওর (পুনরাবৃত্তি) হত। অতএব **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রচণ্ডভাবে চলাচলকারী বাতাস থেকেও অধিক কল্যাণের ব্যাপরে দানশীন ছিলেন।

(ফয়যানে সুন্নাত বা-হাওয়ালায়ে সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬)

ওয়াহ কিয়া জুদ ও করম হ্যায় শাহে বাতহা তেরা,
নেহি সুনতা হি নেহি মাঙ্গনে ওয়ালা তেরা।
ধারে চলতে হ্যায় আতা কে ওয়হ্ হ্যায় কাতরা তেরা,
তারে কিলতে হ্যায় ছাখা কে ওয়হ্ হ্যায় যর্‌রা তেরা।
আগনিয়া পালতে হ্যায় দরছে ওয়হ হ্যায় বাড়া তেরা,
আছফিয়া চলতে হ্যায় ছবছে ওয়হ রাস্তা তেরা।

হযরত সায়্যিদুনা জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا বলেন: **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো কোন অভাবীকে উত্তরে "লা" (না) এর শব্দ বলেননি। (শিফা শরীফ, ১ম খন্ড, ১১১ পৃষ্ঠা) একবার **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক দরবারে ৭০ হাজার দিরহাম পেশ করা হলো। তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐ সব দিরহাম একটি ছাটাইয়ে রাখলেন এবং পার্শ্বে দাঁড়িয়ে বণ্টন করতে লাগলেন।

www.dawateislami.net

কোন অভাবীকে শূন্য হাতে ফিরাননি। অবশেষে তা থেকে অবসর হলেন। (আখলাকুন্ নবী ওয়াদাবিহী লি য়াবেস শায়খ আল ইছবাহানী ওয়াম্মা মা জুকিরা মিন জুদিহী ওয়াছহায়িহি, ৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৯৫, ফিহি যিকরু সাবয়েনা আলফু দিরহামিন)

লা ওয়া রাব্বিল আরশ জিস কো জো মিলা উনছে মিলা,
বাটতি হ্যায় কউনাইন মে নে'মাত রাসূলুল্লাহ্ কি।
হাম ভিখারী ওয়হ করীম উনকা খোদা উনছে ফযু,
আওর না কেহনা নেহি আদত রাসূলুল্লাহ্ কি।

কোন সময় এই রকমও হয়, **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কারো থেকে কোন জিনিস কিনতেন, মূল্য আদায়ের পর ঐ জিনিস তাকে অথবা অন্য কাউকে দান করে দিতেন। একবার হযরত সায়্যিদুনা জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কাছ থেকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি উট কিনলেন, অতঃপর ঐ উট তাকে হাদিয়া হিসেবে দান করে দিলেন। (সহীহুল বুখারী, কিতাবুল বুয়ো, ২য় খন্ড, ১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২০৯৭) এভাবে আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কাছ থেকে একটি উট কিনলেন অতঃপর তা হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন উমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا কে দান করে দিলেন। (বুখারী, ২/২৩, হাদীস- ২১১৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কত দানশীল ছিলেন; যে জিনিস নিজের প্রয়োজনে কিনতেন তাও হাদিয়া হিসেবে কাউকে দিয়ে দিতেন, আমাদেরও উচিৎ আমরাও **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উক্ত প্রিয় সুন্নাতের উপর আমল করার এবং মুসলমানের অন্তরে খুশি প্রদান করার নিয়্যতে একজন অন্যজনকে তোহফা দেয়ার অভ্যাস গড়ে তুলি। তোহফা দেয়ার কারণে মুহাব্বত বাড়ে এবং শত্রুতা দূর করে। যেমন-

হযরত সায়্যিদুনা আতা খুরাসানী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **হুযুর নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "একজন অন্যজনের সাথে মুসাফাহা করো, এর দ্বারা শত্রুতা চলে যায় এবং হাদিয়া (উপহার) পাঠাও পরস্পরের মাঝে ভালবাসা সৃষ্টি হবে।"

(মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল আদব, বাবু মা জা ফিল মুসাফাহা, ২য় খন্ড, ১৭১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৬৯৩)

www.dawateislami.net

হাকিমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এ উভয় আমল অনেক পরীক্ষিত, যার সাথে মুসাফাহা করতে থাকে তার সাথে শত্রুতা সৃষ্টি হয় না। যদি কোন সময় হয়েও যায় এর বরকতে স্থায়ী থাকেনা। এভাবে একে অপর কে হাদিয়া দেয়ার কারণে শত্রুতা বিদূরিত হয়ে যায়। (মিরআতুর নামাজিহ, ৬/৩৬৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! স্মরণ রাখবেন! উপহারের আদান-প্রদান হোক অথবা অন্য কোন আদান-প্রদান, হালাল পন্থায় যাতে গ্রহণ করা হয়। কেননা, হারাম পন্থায় অর্জিত মাল দ্বারা খাবার গ্রহণ করা, পান করা, পরিধান করা অথবা অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা হারাম এবং গুনাহ। তার শাস্তি হলো দুনিয়াতে মালের কমতি এবং লাঞ্ছনা ও বরকত হীনতা। আর আখিরাতে জাহান্নামের শাস্তি প্রজ্জ্বলিত আগুনের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "যে ব্যক্তি হারাম মাল উপার্জন করে অতঃপর সদকা করে, তাহলে তার কাছ থেকে কবুল করা হবে না। আর যদি তার থেকে খরচ করে, তবে তার জন্য এতে বরকত হবে না। আর যদি নিজের ছেড়ে আসে এটা তার জন্য দোযখের সরঞ্জাম হবে।" (শরহুস সুন্নাহ্ লিল বাগভী, ৪র্থ খন্ড, ২০৫-২০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২০১৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত) সুতরাং আমাদের উচিৎ বৈধ পন্থায় সম্পদ উপার্জন করা এবং নিজের আবশ্যকীয় ছাড়া যা অবশিষ্ট থাকে তা বাজে স্থানে নষ্ট করার বদলায় মুখাপেক্ষী এবং গরীব মুসলমান ভাইদের আর্থিক সাহায্য করবে, মসজিদ, মাদরাসা এবং নেকীর কাজে উন্নতির জন্য বেশি করে নিজের সম্পদ খরচ করবে, তাহলে اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ তার পরিপূর্ণ বরকত নসীব হবে। সুতরাং পারা- ৩, সূরা- বাকারা, আয়াত- ২৭৪-এ ইরশাদ হচ্ছে:

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَ النَّهَارِ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۲۷۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যারা রাত-দিন গোপনে এবং প্রকাশ্যে নিজের মাল খরচ করে তাদের জন্য তাদের প্রভুর নিকট তাদের প্রতিদান রয়েছে। তাদের নেই কোন ভয় এবং নেই কোন চিন্তা।

www.dawateislami.net

এভাবে পারা- ৩০, সূরা- বাকারা, আয়াত- ২৬১-এ ইরশাদ হচ্ছে:

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَ اللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۶۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ যারা নিজের মাল **আল্লাহ্**র পথে ব্যয় করে তাদের উপমা হচ্ছে ঐ শষ্যের মতো যা উৎপন্ন করেছে সাতটি শীষ এবং প্রত্যেক শীষে একশটি করে দানা। আর **আল্লাহ্** যার জন্য ইচ্ছা করেন তার থেকেও বাড়িয়ে দেন। আর **আল্লাহ্** প্রশস্তকারী মহাজ্ঞানী।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলার পথে মাল খরচ করলে তবে ঐ মালিক এবং মাওলা, যিনি জমিন-আসমান এবং সমস্ত জাহানের সৃষ্টিকর্তা ও মালিক, তিনি করীম এবং জাওয়াদ প্রভু দয়া করবেন আর মালকে বৃদ্ধি করবেন। কত সৌভাগ্যবান মুসলমান এই ধরণের যারা নিজের মালের ওয়াজিব হক আদায় করে। সন্তুষ্ট চিত্তে সব সময় যাকাত আদায় করে এবং ফিতরা দান করে। নিজের মাল পিতা-মাতা, ভাই-বোন এবং সন্তান-সন্ততির উপর খরচ করে। নিজের প্রিয় আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুর পর তাদের ইছালে সাওয়াবের জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজে নিজের মাল খরচ করে। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মিলাদ পালন করে, অনুরূপভাবে ভাল নিয়্যতে হাসপাতাল তৈরী করে সাধারণ হকের দিকে লক্ষ্য করে একনিষ্ঠতার সাথে কুরআনখানি, ইজতিমায়ে যিকির ও নাত এবং সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় খরচ করে। মসজিদ ও মাদ্‌রাসা তৈরীতে সাহায্য করে। শিক্ষাদান, দরসে নিজামী অর্থাৎ আলিম কোর্সে সাহায্য করে। যেমন- শিক্ষকদের বেতন **(Salary)**, ছাত্রদের কিতাব, খাবার এবং থাকার খরচ ইত্যাদি। কুরআনে করীম (হিফজ ও নাজেরা) এর শিক্ষাদানে সাহায্য করে, মসজিদের ব্যবস্থাপনা খরচ, যেমন- বাতি এবং বিদ্যুৎ, গ্যাস বিল ইত্যাদি আদায় করে অথবা এতে অংশগ্রহণ করে। দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসার করা, সুন্নাতে ভরা জীবন-যাপন, নেকীর দাওয়াত-কে সার্বজনিন করার জন্য খরচ করে, যেমন- মাদানী কাফেলায় সফরকারী গরীব ইসলামী ভাইদেরকে সফরের খরচ দিয়ে, সুন্নাতে ভরা শিক্ষা দেয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণকারী গরীব ইসলামী ভাইদেরকে ফয়যানে সুন্নাত দিয়ে।

www.dawateislami.net

নিজের দোকান, মার্কেট, মসজিদ, মহল্লা, দপ্তর, কলেজ ইত্যাদিতে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর জীবন সংশোধন রিসালা বা বয়ানের ক্যাসেট (অডিও, ভিডিও) বণ্টন করে নিজের টাকা **আল্লাহ্**র রাস্তায় খরচ করে **আল্লাহ্ তাআলা** তার সম্পদকে বৃদ্ধি করে দিবেন। আর তার সাওয়াব ৭০০ গুন পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দিবেন এবং এতে শেষ নয় বরং ইরশাদ করা হচ্ছে: "وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ" **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর **আল্লাহ্** যার জন্য চাইবেন এর চেয়েও বেশি দিবেন।" আসুন! উৎসাহ প্রদানের জন্য **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দানশীলতার অধিক ঘটনা শুনি, যাতে আমাদেরও দ্বীনের প্রসিদ্ধতা এবং প্রচার, মসজিদ মাদ্রাসার খেদমত, মুসলমানের আর্থিক সাহায্য এবং **আল্লাহ্**র রাস্তায় খরচ করার প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি হয়। যেমন-

প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দানশীলতার ঘটনা

হুনাইনের যুদ্ধে **রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ অধিক দান করেছেন যার অনুমান করা যাবেনা। **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বেদুঈনদের (গ্রামে বসবাসকারী) মধ্যে একশত একশত করে উট প্রদান করলেন। (বুখারী, ৩/১১৮, হাদীস-৪৩৩)

হযরত সাফওয়ান বিন উমাইয়া رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হুনায়নের যুদ্ধ স্থলে) ছাগল চাইলেন। যা দুই পাহাড়ের মাঝে জঙ্গল (ছাগলে) পরিপূর্ণ (ছিল) **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐসব ছাগল তাকে দিয়ে দিলেন। সে নিজের গোত্রের কাছে গিয়ে বলল: হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। **আল্লাহ্ তাআলা**র শপথ! **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এমন দান করেন যে, তোমাদের দারিদ্রতার ভয় থাকবে না। (মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল ফাযায়েল ওয়াশ শামায়েল, ২য় খন্ড, ৩৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৮০৬)

হযরত সায়্যিদুনা সাইদ বিন মুসায়্যিব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বর্ণনা করেন; হযরত সায়্যিদুনা সাফওয়ান বিন উমাইয়া رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হুনায়নের যুদ্ধে দিন আমাকে মাল দিতে লাগলেন, অথচ তিনি আমার দৃষ্টিতে ঘৃণিত ছিলেন। অতঃপর **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে দিতে থাকলেন আর আমার দৃষ্টিতে মুহাব্বতের পাত্র হয়ে গেলেন। (সুনানু তিরমিযী, কিতাবুয যাকাত, ২য় খন্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬৬৬)

www.dawateislami.net

ওলামায়ে কিরাম বলেন: **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঐ এক দিনে দান, দানশীল বাদশাহদের সারা জীবনের দানশীলতা এবং দান থেকে অধিক ছিল। জঙ্গল ছাগলে ভরপুর ছিল, আর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দান করতে থাকেন। আর প্রার্থনাকারীরা ভীড় করছে। আর **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পিছন যেতেন এমনকি সব মাল বণ্টন হয়ে গেলো। একজন বেদুঈন (অর্থাৎ আরবের গ্রামে বসবাসকারী) চাদর মোবারক পবিত্র শরীর থেকে টান দিলো, যার কারণে কাঁধ মোবারকে এবং কোমর শরীফে তার চিহ্ন পড়ে গেলো। তখন এতটুকু ইরশাদ করলেন: "হে লোকেরা! তাড়াহুড়ো করোনা, **আল্লাহ্**র শপথ! তোমরা আমাকে কখনো কৃপণ পাবেনা।" (মুলতাকাতান সহীহুল বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়র বাবুস সুজায়াতে ফিল হারবে .... শেষ পর্যন্ত, খন্ড, ২৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৮২১। মলফুযাতে আ'লা হযরত, ১২২ পৃষ্ঠা) এভাবে হযরত সায়্যিদুনা সাহল বিন সাআদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বর্ণনা করেন: একজন মহিলা একটি চাদর নিয়ে আসলেন, সে আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এটা আমি আমার হাতে বানিয়েছি। আমি আপনি পরিধান করার জন্য এনেছি। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তা প্রয়োজন ছিল এইজন্য তিনি ঐ চাদর নিয়ে নিলেন। অতঃপর **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের দিকে আসলেন এবং ঐ চাদরটি লুঙ্গি হিসেবে বেঁধে ছিলেন। একজন সাহাবী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ দেখে বললেন: কি উত্তম চাদর, এটা আমাকে পরিধান করান। **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "হ্যাঁ!" কিছুক্ষণ পর তিনি মজলিশ থেকে উঠে গেলেন, অতঃপর পুনরায় তাশরীফ আনলেন এবং ঐ চাদর ভাজ করে ঐ সাহাবীর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان তাকে বলল: তুমি ভাল করনি অথচ তুমি জানো **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন প্রার্থীর প্রার্থনাকে ফেরত দেয়না। ঐ সাহাবী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলতে লাগলো: **আল্লাহ্**র শপথ! আমি শুধু এই জন্য চেয়েছি যেন, যেদিন আমি মারা যাবো এ চাদর (তাবাররুক হিসেবে) আমার কাফন হয়। হযরত সায়্যিদুনা সাহল বিন সাদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: ঐ চাদর তার কাফনই হয়েছিল। (সহীহুল বুখারী, কিতাবুল আমল ফিল লিবাস, ৪র্থ খন্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৮১০)

মালিকে কউনাইন হে গো পাস কুছ রাখতে নেহি,
দো'জাহাঁ কে নে'মতে হে উনকে খালি হাত মে।

www.dawateislami.net

প্রকাশ্য বেছালের পর মুস্তফার দানশীলতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উভয় জাহানের সরদার, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে মালিক এবং মুখতার বানিয়েছেন। আপন গুপ্ত ভান্ডারের চাবিও তাকে দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু নিজের কাছে কিছু অবশিষ্ট রাখতেন না, বরং সব বণ্টন করে দিতেন। আর প্রকাশ্য জীবনের মত প্রকাশ্য বেছালের পরও নিজের উম্মতের পেরেশান অবস্থার উপর দানের বর্ষণ করতেন। যদি কারো অন্তরে এই কুমন্ত্রণা আসে **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়া থেকে পর্দা করে গেছেন, এখন কিভাবে অভাবীদেরকে সাহায্য করবেন? স্মরণ রাখবেন! **আল্লাহ্ তাআলার** সমস্ত নবী আপন আপন মাজারে জীবিত। আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং সমস্ত নবীগণ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام হায়াতে হাকিকী দুনিয়াবী, রূহানী এবং শারীরিক ভাবে জীবিত, আপন মাজার সমূহে নামায আদায় করেন, রিযিক দেয়া হয়, যেখানে ইচ্ছা তাশরীফ নেন, জমিন ও আসমানের বাদাশাহীতে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اَلْاَنْبِيَاءُ اَحْيَاءٌ فِيْ قُبُوْرِهِمْ يُصَلُّوْن" অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কিরামগণ আপন আপন মাজারে জীবিত এবং নামায আদায় করে থাকেন।" (মাজমাউজ যাওয়ায়েদ, বাবু যিকরিল আম্বিয়া عَلَيْهِ السَّلَام, ৮/৩৮৬, হাদীস- ১৩৮১২। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৪/৬৭৫) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে: "اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَاْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللّٰهِ حَيٌّ يُرْزَقُ۔ অর্থাৎ নিশ্চয় **আল্লাহ্ তাআলার** নবীগণ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام জীবিত এবং তাদেরকে রিযিকও প্রদান করা হয়।" (সুনানু ইবনু মাজাহ, কিতাবুল জানায়েয, বাবু যিকরে ওয়াফাতিহি ওয়া দাপনিহী, ২য় খন্ড, ২৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬৩৭) হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: আম্বিয়ায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام মাজার সমূহ থেকে বাইরে যাওয়ার এবং আসমান আর জমিনে ক্ষমতা প্রয়োগের অনুমতি রয়েছে। (আল হাভী লিল ফতোয়া, রিসালা তানবীরিল হালাকে দারুল ফিকির বৈরুত, ২/৬৩। ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৪তম খন্ড, ৬৮৫-৬৯০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনা কৃত হাদীস সমূহ এবং ওলামায়ে কিরামের ব্যাখ্যার মাধ্যমে জানা গেল, **আমাদের আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং অন্যান্য সমস্ত নবী عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام আপন আপন মাজার সমূহে শুধু জীবিত হয় বরং তাদেরকে রিযিকও দেয়া হয়। সারা পৃথিবীতে তাশরীফ নেল এবং জমিন আসমানের বাদশাহীতে ক্ষমতাও প্রয়োগ করেন। আসুন! **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রকাশ্য বেছালের পরে আপন উম্মতের অভাব পূরণ এবং সমস্যা সমাধানের কিছু ঘটনা শুনি।

- হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আহমদ বিন নাফিস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: আমি একবার মদীনা মুনাওয়ারায় زَادَهُمُ اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا প্রচণ্ড ক্ষুধা অবস্থায় **সুলতানে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রওজায়ে আনওয়ারে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি ক্ষুধার্ত এক পর্যায়ে চোখ লেগে গেলো, মাঝখানে (অর্থাৎ সে সময়) কেউ জাগ্রত করে দিলো আর আমাকে সাথে যাওয়ার দাওয়াত দিলেন। সুতরাং আমি তার সাথে তার ঘরে আসলাম। মেজবানে খেজুর, ঘি এবং গমের রুটি পেশ করে বললেন: পেট ভরে আহার করুন। কেননা, আমাকে **আমার সম্মনিত নানা, মক্কী মাদানী মুস্তফা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনাকে মেহমানদারী করার আদেশ দিয়েছেন। ভবিষ্যতেও যখন কখনও ক্ষুধা অনুভব হবে আমার নিকট তাশরীফ আনবেন।

(হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামিন, ৫৭৩ পৃষ্ঠা)

বে মাঙ্গে দেনে ওয়ালে কি নে'য়ামত মে গরক হে,
মাঙ্গে ছে জু মিলে কিছে ফহম ইছ কদর কি হে।

- হযরত সায়্যিদুনা আহমদ বিন মুহাম্মদ ছুফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: আমি তিন মাস পর্যন্ত জঙ্গলে ঘুরছি এমনকি সব চামড়া গলে যায়। অবশেষে আমি মদীনা মুনাওয়ারা زَادَهُمُ اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا উপস্থিত হলাম এবং আমি **সরওয়ারে কউনাইন, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সালাম আরয করলাম: আর শুয়ে গেলাম। স্বপ্নে **জনাবে রিসালাতে মাআব, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারতে ধন্য হলাম।

www.dawateislami.net

তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আহমদ! তুমি এসে গেছ, দেখ তোমার অবস্থা কি রকম হয়ে গেছে।" আমি আরয করলাম: اَنَا جَائِعٌ وَاَنَا ضَيْفُكَ অর্থাৎ **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি ক্ষুধার্ত এবং আপনার মেহমান। **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "হাত খোল।" যখন আমি আমার হাত খুললাম, তাতে কিছু দিরহাম ছিল। যখন চোখ খুললাম তখন ঐ দিরহাম আমার হাতে বিদ্যমান ছিল। আমি বাজারে গিয়ে রুটি এবং ফালুদা কিনে খেলাম।

(জযবুল কুলুব, ২০৭ পৃষ্ঠা। ওয়াফাউল ওয়াফা, ২য় খন্ড, ১৩৮১ পৃষ্ঠা। আশিকানে রাসূল কি ১৩০ হেকায়াত, ২৭ পৃষ্ঠা)

মাঙ্গে গে মাঙ্গ জায়েগে মু মাঙ্গী পায়েঙ্গে,
ছরকার মে না লা হে না হাজত আগর কি হে।

- হযরত আল্লামা আবুল ফরয আব্দুর রহমান বিন আলী বিন জওযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আপন কিতাব উয়ূনুল হিকায়াত-এ লিখেন: একজন **আল্লাহ্**ওয়ালা মুত্তাকি ব্যক্তির বর্ণনা; আমি ধারাবাহিক তিন বছর যাবৎ হজ্বের দোয়া করছি, কিন্তু আমার আশা পূরণ হয়নি। চতুর্থ বছর হজ্বের সময় হল, আর আমার অন্তর হেরমে যাবার আগ্রহে অস্থির হয়ে উঠল। একরাতে যখন আমি ঘুমালাম, তখন আমার ঘুমন্ত ভাগ্য জেগে উঠলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি স্বপ্নে **জনাবে রিসালাতে মাআব, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভে ধন্য হলাম। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তুমি এই বছর হজ্বে যাবে, আমার চোখ খুলল, তখন আমার অন্তর খুশিতে আন্দোলিতল। **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌স, রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুমিষ্ট আওয়াজ কানে আসতে ছিল; "তুমি এই বছর হজ্বে চলে যাও" বারগাহে নবুয়ত থেকে হজ্বের অনুমতি মিলে গেল। আমি অনেক খুশি এবং আনন্দময় ছিলাম হঠাৎ স্মরণ আসল আমার নিকট সফরের খরচ তো নেই। এই স্মরণ আসতেই আমি পেরেশান হয়ে গেলাম। দ্বিতীয় রাতে **মাহবুবে রব, শাহানশাহে আরব, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত স্বপ্নে পুনরায় নসীব হলো। কিন্তু আমি আপন দারিদ্রতার উল্লেখ করিনি।

www.dawateislami.net

এভাবে তৃতীয় রাতেও স্বপ্নে বারগাহে রিসালাত থেকে আদেশ হল: তুমি এ বছর হজ্বে চলে যাও। আমি চিন্তা করলাম, যদি **মাদানী আক্বা, প্রিয় মুস্তফা, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চতুর্থবার স্বপ্নে তাশরীফ আনেন, তাহলে আমি আমার অবস্থা বলে দিবো।

আহ! পাল্লে যর নেহি রাখতে সফর সরওয়ার নেহি,
তুম বুলালো তুম বুলানে পর হো কাদের ইয়া নবী!

চতুর্থ রাত পুনরায় **সরওয়ারে কায়েনাত, শাহে মওজুদাত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার গরীবখানায় তাশরীফ আনলেন এবং ইরশাদ করলেন: "তুমি এ বছর হজ্বে চলে যাও।" আমি হাত জোড় করে আরয করলাম: **আমার আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার নিকট খরচ নেই। ইরশাদ করলেন: "তুমি তোমার স্থানে অমুক জায়গা খনন করো, সেখানে তোমার দাদার লৌহবর্ম বিদ্যমান আছে।" এতটুকু বলে **সুলতানে বাহরুবর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তশরীফ নিয়ে নিলেন। সকালে যখন আমি আমার চোখ খুলল, তখন অনেক খুশি ছিলাম। ফজরের নামাযের পর **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বলা স্থানে খনন করলাম, সেখানে বাস্তবে একটি মূল্যবান লৌহবর্ম ছিল। তা সম্পূর্ণ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ছিল, মনে হচ্ছিলো এটা কেউ যেন ব্যবহার করেনি। আমি তা চার হাজার (৪০০০) দিনারে বিক্রয় করে দিলাম এবং **আল্লাহ্ তাআলার** শুকরিয়া আদায় করলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **শাহানশাহে রিসালাত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়ার নজরে হজ্বের আসবাব পত্রের ব্যবস্থাপনা হয়ে গেল।

(উয়ূনুল হিকায়াত, ৩২৬ পৃষ্ঠা সংক্ষেপিত। আশিকানে রাসূল কি ১৩০ হিকায়াত, ৮৪ পৃষ্ঠা)

জব বুলায়া আক্বা নে,
খুদহি ইন্তেজাম হো গেয়ে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের প্রিয় ইসলাম ধর্ম আমাদেরকে মুসলমানদের মঙ্গল কামনার, ভাল আচরণ এবং সাহায্য করার, এতিমদের লালন-পালনের শিক্ষা দিয়েছে। এই কারণে প্রত্যেক বছর নিসাবের অধিকারী ব্যক্তির উপর কিছু শর্ত পাওয়া গেলে যাকাত ফরয করেছে, নফলী সদকার ফযীলত বর্ণনা করে লোকদেরকে দানশীলতার শিক্ষা দিয়েছে এবং কৃপণতার তিরস্কার বর্ণনা করেছে। সুতরাং আমাদের উচিৎ, যাকাতের মত গুরুত্বপূর্ণ ফরযকে আদায়ের ক্ষেত্রে অলসতা এবং সংকীর্ণ মনার আশ্রয় নেয়ার পরিবর্তে বিশেষ করে **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তার সমস্ত শরীয়াতের মাসয়ালার দিকে দৃষ্টি রেখে আদায় করা, আর নফলী সদকারও মানসিকতা বানানো। সদকা **আল্লাহ্ তাআলা**র অত্যন্ত পছন্দ এবং আপদ ও মুসীবতকে দূরিভূতের সাথে সাথে গরীব এবং মিসকিনদের অনেক আবশ্যকীয় বিষয় পূরণ হবার মাধ্যম। আসুন! দানশীলতার আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য দানশীলতার ফযীলতের উপর ৫টি **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী শুনি:

(১) "দানশীলতা জান্নাতের গাছ সমূহের একটি গাছ। যার ডাল সমূহ জমিনের দিকে ঝুকে পড়েছে। যে ব্যক্তি ঐ ডাল সমূহ থেকে একটি ডাল ধরে, তা তাকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে।"[১]

(২) "تَجَافَوْا عَنْ ذَنْبِ السَّخِيِّ فَاِنَّ اللهَ اٰخِذٌ بِيَدِهٖ كُلَّمَا عَثَرَ অর্থাৎ দানশীলের ভুলকে ক্ষমা করো। কেননা, যখনই সে পদস্খলন করে তখন **আল্লাহ্ তাআলা** তার হাত ধরে ফেলেন[২] আর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা** তার সাহায্যকারী হন। তাকে ধ্বংসে পতিত হওয়া থেকে বাঁচান।" (ইত্তেহাফুস সাদাতিল মোত্তাকিন, ৯/৭২৫৫ সংক্ষেপিত)

(৩) "اَلْجَنَّةُ دَارُ الْاَسْخِيَاءِ অর্থাৎ জান্নাত দানশীলদের ঘর।"[৩]

(৪) "দানশীল **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকটবর্তী, জান্নাতের নিকটবর্তী, লোকদের নিকটবর্তী, আগুন থেকে দূরে। আর কৃপণ **আল্লাহ্ তাআলা** থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, লোকদের থেকে দূরে, আগুনের কাছাকাছি এবং মুর্খ দানশীল **আল্লাহ্ তাআলা**র কাছাকাছি কৃপণ জ্ঞানী থেকে উত্তম।"[৪]

---

[১] (শুয়াবুল ঈমান বাবু ফিল জুদি ওয়াস সাখা, ৭/৪৩৪, হাদীস- ১০৮৭৫)
[২] (শুয়াবুল ঈমান বাবু ফিল জুদি ওয়াস সাখা, ৭/৪৩৩, হাদীস- ১০৮৬৭)
[৩] (ফিরদৌসুল আখবার, ১/৩৩৩, হাদীস- ২৪৩০)
[৪] (সুনানুত তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সালাহ, বাবু মাজায়া ফিস সাখা, ৩/৩৮৭, হাদীস- ১৯৬৮ বিতাগইরে কালিল)

www.dawateislami.net

(৫) "হে মানুষ যদি তুমি অবশিষ্ট মাল খরচ কর তাহলে তোমার জন্য উত্তম, আর যাদি তা আবদ্ধ করে রাখ তাহলে তোমার জন্য মন্দ এবং যদি আবশ্যকীয় পরিমাণ নিজের কাছে রাখ, তাহলে তোমার উপর তিরস্কার নেই এবং দেয়ার ক্ষেত্রে নিজের পরিবার থেকে শুরু করো। উপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম।

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: অর্থাৎ নিজের প্রয়োজনীয় খরচ থেকে অতিরিক্ত সম্পদ দান করে দেয়া স্বয়ং তোমার জন্য ফরদায়ক। এর দ্বারা তোমার কোন কাজ বাধাগ্রস্থ হবে না হয় এবং তোমার দুনিয়া ও আখিরাতে এর বদলা মিলে যাবে। আর তা নিজের কাছে আবদ্ধ করে রাখা স্বয়ং তোমার জন্যই মন্দ। কেননা, ঐ জিনিস গোলমাল বা অন্য কোন ভাবে বরবাদ হয়ে যাবে এবং তুমি চাওয়ার থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। এজন্য আদেশ যে নতুন কাপড় পেলে তুমি পুরাতন এবং বেকার কাপড়গুলো দান করে দাও, **আল্লাহ্ তাআলা** নতুন জুতো দিলে তুমি পুরাতন জুতো যা তোমার আবশ্যকীয় থেকে অবশিষ্ট আছে কোন ফকিরকে দিয়ে দাও। তাহলে তোমার ঘরের আবর্জনা বের হয়ে যাবে এবং তার বদলা হয়ে যাবে, আরও বলেন: এতে দুটি হুকুম বয়ান হয়েছে প্রথমটি এটা যে, সম্পদ যখন অতিরিক্ত আছে আগামীতে তা প্রয়োজন হতে পারে, তা একত্রিত করে রাখো। আজ নফলী সদকা দিয়ে আগামীতে যাতে ভিক্ষা না করো। দ্বিতীয়ত এটা যে, দান প্রথমে নিজের প্রিয় গরীবদের দাও, অতঃপর অপরিচিতদের দাও। কেননা, প্রিয়জনদেরকে যার মাধ্যে সদকাও এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করাও। **(মিরআতুল মানাযিহ শরহে মিশকাতুল মাসাবিহ, ৩য় খন্ড, ৭০-৭১ পৃষ্ঠা)**

দানশীলতার সম্পদ পাওয়ার মানসিকতা কিভাবে তৈরী করবেন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরাও দানশীলতার অভ্যাসে অভ্যস্থ হতে চাই, তাহলে আসুন সে ব্যাপারে কিছু মাদানী ফুল শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি।

দানশীলতান ফযীলত পড়ুন:

(১) দানশীলতার ফাযায়েল এবং কৃপণতার তিরস্কার সম্পর্কে বরকতময় হাদীস সমূহ অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى এর ঘটনা সমূহের অধ্যয়ন করুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে কৃপণতার অভ্যাস দূর হয়ে যাবে এবং দানশীলতার মানসিকতা তৈরী হবে।

www.dawateislami.net

(২) সম্পদের মুহাব্বত বের করে দিনঃ

নিজের অন্তর থেকে ধন-সম্পদের মুহাব্বত বের করে দিন। কেননা, যতক্ষণ ধন-সম্পদের মুহাব্বত অন্তরে থাকবে, **আল্লাহ্ তাআলা**র রাস্তায় দেবার জন্য মন চায়বে না। হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ্**র শপথ! যে দিরহাম (অর্থাৎ দৌলত) এর সম্মান করবে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে লাঞ্ছনা দেন। বর্ণিত আছে; সর্বপ্রথম যখন দিরহাম ও দিনার তৈরী হয়, তখন শয়তান এগুলো একত্রিত করে নিজের কপালে রাখলো, অতঃপর এগুলোকে চুমু দিলো। আর বলল: যেই এগুলোর সাথে ভালবাসা রাখলো সে আমার গোলাম।

(ইহ্ইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ২৮৮ পৃষ্ঠা। আদাবে তোয়াম, ৩৬৬ পৃষ্ঠা)

(৩) মুসলমানদের মঙ্গল করুনঃ

নিজের অন্তরে মুসলমান ভাইয়ের মঙ্গল কামনার জযবা সৃষ্টি করুন। যেমন- নিজের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন বা প্রতিবেশীদের খবরাখবর জিজ্ঞাসা করতে থাকুন। তাদের দুঃখ ব্যথায় শরীক হয়ে সামর্থ্য অনুযায়ী অভাব পূরণ করুন। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "যে কোন মুসলমানের একটি দুনিয়াবী পেরেশানী দূর করে **আল্লাহ্ তাআলা** তার কিয়ামতের দিনের পেরেশানী থেকে একটি পেরেশানী দূর করে দেবেন। আর যে দারিদ্রের জন্য দুনিয়াতে সহজতার ব্যবস্থা করবে, **আল্লাহ্ তাআলা** দুনিয়া এবং আখিরাতে তার জন্য সহজতা সৃষ্টি করে দিবেন। আর যে দুনিয়াতে কোন মুসলমানের দোষ গোপন করবে, **আল্লাহ্ তাআলা** দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন করবে এবং বান্দা যতক্ষণ নিজের (মুসলমান) ভাইয়ের সাহায্য করতে থাকবে, **আল্লাহ্ তাআলা**ও তার সাহায্য করতে থাকবেন।" **(জামেউত তিরমিযী, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ বাবু মা জায়াফিস সুতরাতি আলাল মুসলিম, ৩য় খন্ড, ৩৭৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৯৩৭)**

(৪) অন্তর থেকে হিংসা এবং শত্রুতা বের করে দিনঃ

নিজের অন্তরে কোন মুসলমানের প্রতি হিংসা এবং শত্রুতা কারো প্রতি ঘৃণা থাকলে তখন তার জন্য খরচ করার বা কোন ভাবে দয়া দেখানোর প্রতি অন্তর রাজি থাকবে না।

www.dawateislami.net

সুতরাং হিংসা ও শত্রুতা দূর করার জন্য এবং পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি করার জন্য সালাম ও মুসাফাহা করাও উপকারী। পবিত্র হাদীস শরীফে রয়েছে: "মুসাফাহা করো, শত্রুতা দূর হয়ে যাবে। আর তোহফা প্রদান করো, মুহাব্বত বৃদ্ধি পাবে এবং হিংসা দূর হবে।"

(মুয়াত্তা ইমাম মালিক, কিতাব হুসনিল খলকি বাবু মা-জায়া ফিল মুহজিরাতি, ২য় খন্ড, ৪০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৭৩১)

(৫) মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আপনার সদকা এবং খয়রাতের মানসিকতা লাভ করতে চান তবে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে কৃপণতার রোগের সাথে সাথে অন্যান্য মন্দ স্বভাবগুলো থেকে নিস্কৃতি লাভ হবে এবং নেককার হওয়ার জযবা লাভ হবে। সম্পদের বিপদ এবং **আল্লাহ্ তাআলার** পথে খরচ করার বর্ণনা অধিক জানার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৪১৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "যিয়ায়ে সাদাকাত" এর অধ্যয়নও বেশি উপকারী হবে। দা'ওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** থেকে এ কিতাবটি পাঠ করা **(Read)** যাবে, ডাউনলোড **(Download)** এবং প্রিন্ট আউট **(Print out)**ও করা যাবে।

বয়ানের সারমর্ম:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আজকের বয়ানে আমরা **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, মক্কী মাদানী হাশেমী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় জীবন এবং প্রকাশ্য বেছালের পর **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দানশীলতার ঘটনা শুনার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। ঐ ঘটনাগুলোর ভিতরে দানশীলতা এবং অন্যান্য মাদানী ফুলও অর্জন করেছি। অবশ্য দানশীল ব্যক্তি **আল্লাহ্ তাআলা** এবং তাঁর সৃষ্টির নিকট প্রিয় হয়ে যায়। যখন কৃপন ব্যক্তিকে কেউ পছন্দ করে না, সুতরাং আমাদের উচিৎ আমরাও আমাদের **প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর আমল করার মাধ্যমে বেশি করে দান করার অভ্যাস গড়ে তোলা।

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে আমাদের দান সমূহ এবং মাদানী আতিয়্যাত অন্যান্য ভাল কাজে খরচ করার সাথে সাথে দা'ওয়াতে ইসলামীর সব মাদানী কাজ এবং প্রত্যেক ভাল ও জায়েয কাজে ব্যয় করার ও তৌফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মসজিদের ইমামদের মজলিশ:

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামী নেকীর দাওয়াত ব্যাপক প্রসার করার জন্য বেশ কয়েকটি বিভাগে মাদানী কাজ করছে, ঐসব বিভাগ থেকে একটি বিভাগ হচ্ছে "আইম্মায়ে মাসাজিদ মজলিশ"। স্মরণ রাখুন! মসজিদ আবাদ রাখার মধ্যে যে ভূমিকা ইমাম, মোয়াজ্জিন এবং খাদেমের হয়ে থাকে, তা অস্বীকার করা অসম্ভব। কিন্তু অসংখ্য মসজিদ এ ধরণের আছে যেগুলোর ইমামগণ, মোয়াজ্জিনগণ এবং খাদেমদের পারিশ্রমিকের (বেতনের) উদ্দেশ্যে আবেদনের ব্যবস্থাপনা নেই। ইমামদের মজলিশের প্রথম কাজ আহলে সুন্নাত-এর মসজিদগুলো হিফাযত করা। অনুরূপভাবে আহলে সুন্নাতের মসজিদগুলোতে উপযুক্ত ইমাম এবং মুয়াজ্জিন নিয়োগ করা, তাদের পারিশ্রমিক (বেতন) আদায় করা মসজিদে আগত মাসয়ালাগুলোকে শরীয়াতের আলোকে এবং ব্যবস্থাপনার আলোকে সমাধানের পর পরস্পর পরামর্শের দ্বারা সমাধান করা। অনুরূপভাবে মসজিদ কমিটি এবং মহল্লার অধিবাসীকে কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করে এই মাদানী উদ্দেশ্য; "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ" এর অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার মাদানী যেহেন দেয়া।

আল্লাহ্ করম এ্যয়ছা করে তুজ পে জাহাঁ মে,
এ্যয় দা'ওয়াতে ইসলামী তেরী ধুম মাচী হো।

www.dawateislami.net

১২ মাদানী কাজ থেকে মাসিক একটি মাদানী কাজ “মাদানী কাফেলায় সফর করা”:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেকীর দাওয়াত সার্বজনীন করার, নিজেও নেকী করার, গুনাহ থেকে বাঁচার, অন্যদেরকে বাঁচানোর এবং নেকীর উপর দৃঢ় থাকার জন্য দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। আর যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজে অংশগ্রহণ করুন। যেলী হারকার ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে মাসিক একটি মাদানী কাজ **আল্লাহ্ তাআলার** রাস্তায় আশিকানে রাসূলের ৩ দিনের মাদানী কাফেলায় সফর করাও রয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এই ধারায় দা’ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাত প্রশিক্ষণের অসংখ্য মাদানী কাফেলা ৩ দিন, ১২ দিন, ১ মাস, ১২ মাসের জন্য দেশ থেকে দেশে, শহর থেকে শহরে, গ্রাম থেকে গ্রামে সফর করে দ্বীনী জ্ঞান এবং সুন্নাতের মাদানী বাহার বিতরণ করছে এবং নেকীর দাওয়াতের শোর আন্দোলিত করছে। অবশ্য **আল্লাহ্**র পথে সফরকারী আশিকানে রাসূলের সাথে দা’ওয়াতে ইসলামীর এসব মাদানী কাফেলায় সফর করা অত্যন্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার। উক্ত মাদানী কাফেলার বরকতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং নফলের নিয়মানুবর্তিতার সাথে সাথে **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতও শিখার সুযোগ মিলে এবং দ্বীনী জ্ঞান অর্জনের সুযোগ হাতে আসে। দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের জন্য সফর করার অসংখ্য ফযীলত আছে। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: আমি **রাসূলে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: “যে ব্যক্তি দ্বীনী জ্ঞান অর্জনের জন্য সফর করে তখন **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে জান্নাতের রাস্তা সমূহের একটি রাস্তায় চলায় এবং তালেবে ইলমের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ফেরেস্তা নিজের ডানা বিছিয়ে দেয়। আর প্রত্যেক ঐ জিনিস যা আসমান এবং জমিনে রয়েছে এমনকি মাছ সমূহ পানির ভিতর আলেমের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে। আর আলেমের ফযীলত আবিদের উপর এই রকম যে, যেভাবে পূর্ণিমার চাঁদের ফযীলত তারার উপর এবং আলেমগণ আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর ওয়ারিশ এবং স্থলাভিষিক্ত। আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর পরিত্যক্ত মাল দিনার এবং দেরহাম নয়।

www.dawateislami.net

তারা ওয়ারিশ সূত্রে শুধু ইলম রেখে গেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তা অর্জন করলো সে পরিপূর্ণ অংশ পেলো।" (সুনানু আবু দাউদ, কিতাবুল ইলম, বাবুল হিসসে আলা তলবিল ইলমি, ৩য় খন্ড, ৪৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৬৪১) সুতরাং আমরাও দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফরকে নিজের আমল বানিয়ে নেব اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দুনিয়ার পেরেশানী দূর হয়ে যাবে, এক মাসয়ালার সমাধান হতে থাকবে।

সিনেমা-নাটকের প্রেমিক

সরদারাবাদ (ফয়সালাবাদ) এলাকার ইউসুফ টাউন নম্বর-২ এর অধিবাসী একজন ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা; নেকীর পথে মগ্ন হবার পূর্বে আমি গুনাহর বিরান ভূমিতে ঘুরপাক খাচ্ছিলাম। নামায কাজা করে দেয়া, দাঁড়ি শরীফ মুণ্ডানো আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। সিনেমা-নাটক দেখা, গান-বাজনা শুনা আমার সব সময়ের অবস্থা ছিল। আমার জীবনে নেকীর চাঁদ কিছুটা এভাবে উদিত হয়েছিল; সৌভাগ্যবশতঃ কখনো কখনো দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় শরীক হতাম। এই ধারা বহিকতা কয়েক মাস ধরে চালু ছিল, কিন্তু আমার ভিতর বিশেষ কোন কিছু পরিলক্ষিত হয়নি। একবার আমাদের এলাকার দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত একজন সাদা পোশাক এবং পাগড়ি পরিহিত ইসলামী ভাই আমার উপর ইনফিরাদী কৌশিশ করে মাদানী কাফেলায় সফর করার যেহেন দিলেন। তার ভালবাসাপূর্ণ মিষ্ট ভাষা এবং সুন্দর কার্যকলাপ এর মধ্যে কিছুটা এধরণের প্রভাব ছিল যে, আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারিনি এবং আশিকানে রাসূলের সাথে ৩ দিনের মাদানী কাফেলার মাসাফির হয়ে গেলাম। যেখানে আমার পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামায়াতের সাথে ১ম কাতারে আদায় করার সাথে সাথে **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সুন্নাতের উপর আমল করার উৎসাহ মিলল। অনুরূপ ভাবে নামায, অযু, গোসল সম্পর্কে অনেক মৌলিক বিষয় শিক্ষার সুযোগ আসলো। মাদানী কাফেলায় আমার এত দৃঢ়তা এবং প্রশান্তি লাভ হয়েছে আমি আমার পূর্বের সমস্ত গুনাহ থেকে তাওবা করলাম এবং দাঁড়ি শরীফ সাজানোর পরিপক্ক নিয়্যত করলাম। আর মাদানী কাফেলা থেকে সবুজ পাগড়ি শরীফ সাজিয়ে ঘরে আসলাম।

www.dawateislami.net

আমি আমার জীবনের বাকি সময়টুকু **আল্লাহ্ তাআলার** এবং তাঁর **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যে অতিবাহিত করার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর হাতে মুরিদ হয়ে কাদেরী আত্তারী হয়ে গেলাম এবং এলাকার অন্যান্য ইসলামী ভাইদের সাথে মিলে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজে সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করতে লাগলাম। **আল্লাহ্ তাআলার** দয়া এবং অনুগ্রহে আর দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের বরকতে আমার সাত (৭) ভাই শুধু আমীরে আহলে সুন্নাতের মুরিদ হয়েছে তাই নয়, বরং মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তানযিমী ভিত্তিতে যিম্মাদারীর সৌভাগ্যও মিলল। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এলাকায়ী মুশাওয়ারাতের খাদেম (নিগরান) হিসেবে খেদমতও নসীব হলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বর্ণনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসল সে (মূলত) আমাকে ভালবাসল আর যে আমাকে ভালবাসল, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কথাবার্তা বলার সুন্নাত ও আদব:

(১) মুচকি হেসে ও উৎফুল্লতার সাথে কথাবার্তা বলুন, (২) মুসলমানের মন খুশি করার নিয়্যতে ছোটদের সাথে স্নেহ ভরা এবং বড়দের সাথে শ্রদ্ধার ভাব রাখুন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সাওয়াব অর্জনের সাথে সাথে উভয়ের নিকট আপনি সম্মানিত হবেন, (৩) চিৎকার করে কথাবার্তা বলা যেমন আজকাল বন্ধু মহলে হয়ে থাকে এটা সুন্নাত নয়,

www.dawateislami.net

(৪) চাই একদিনের বাচ্চাও হোক না কেন ভাল ভাল নিয়্যতে তাদের সাথেও আপনি জনাব করে কথাবার্তা বলার অভ্যাস করুন আপনার চরিত্রও উত্তম হবে সাথে সাথে বাচ্চাও ভদ্রতা শিখবে, (৫) কথাবার্তা অবস্থায় পর্দার স্থানে হাত লাগানো, থুথু ফেলতে থাকা, আঙ্গুলের মাধ্যমে শরীরের ময়লা পরিস্কার করা, অন্যজনের সামনে বারবার নাক স্পর্শ করা কিংবা নাকে বা কানে আঙ্গুল প্রবেশ, ভাল অভ্যাস নয়। এগুলোর মাধ্যমে অন্যান্যদের ঘৃণার সৃষ্টি হয়, (৬) যতক্ষণ দ্বিতীয় ব্যক্তি কথা বলবে মনোযোগ সহকারে শুনুন, তার কথা কেটে নিজের কথা শুরু করা সুন্নাত নয়, (৭) কথাবার্তা বলা অবস্থায় বরং সর্বাবস্থায় অট্টহাসি দেওয়া থেকে বিরত থাকুন, কেননা **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনোই অট্টহাসি দেননি, (৮) বেশী কথা বললে এবং বারবার অট্টহাসি দিলে সম্মান নষ্ট হয়ে যায়, (৯) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী হচ্ছে, যখন তুমি দেখবে যে কোন বান্দাকে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত ও অল্প ভাষী হওয়ার নেয়ামত দ্বারা ধন্য করা হয়েছে তবে তুমি তার নৈকট্য ও সঙ্গ অবলম্বন করো কেননা এসব লোককে হিকমত প্রদান করা হয়। (সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ৪২২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪১০১) (১০) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যে চুপ রইল সে মুক্তি পেল। (সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৫০৯) মিরআতুল মানাজিহ এর মধ্যে হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, যে কথাবার্তা চার প্রকারের হয়ে থাকে, (১) একান্ত ক্ষতিকর বরং পুরো কথাটাই ক্ষতিকর, (২) একান্ত উপকারী, (৩) কিছু ক্ষতিকর কিছু উপকারী, (৪) না উপকারী, না ক্ষতিকর। একান্ত ক্ষতিকর কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন। একান্ত উপকারী কথাবার্তা অবশ্যই করুন, যে কথাবার্তায় উপকারও রয়েছে ক্ষতিও রয়েছে তা বলতেও সতর্কতা অবলম্বন করুন উত্তম হচ্ছে না বলা। চতুর্থ প্রকারের কথাবার্তা (অর্থাৎ না উপকার, না ক্ষতিকর) দ্বারা সময় নষ্ট হয়। এসব কথায় ভারসাম্য রক্ষা (উপকারী কিংবা অপকারী কথার পার্থক্য) করা কঠিন হয়ে পড়ে, চুপ থাকাটাই উত্তম। (মিরআতুল মানাজীহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৬৪ পৃষ্ঠা) (১১) কারো সাথে কোন কথাবার্তা বলতে কোন সঠিক উদ্দেশ্য থাকা চাই, সর্বদা শ্রোতার উপযুক্ততা ও মনমানসিকতা অনুযায়ী কথাবার্তা বলা উচিত,

www.dawateislami.net

(১২) খারাপ আলাপ ও অশ্লীল কথাবার্তা থেকে সর্বদা দূরে থাকুন গালি গালাজ থেকে বিরত থাকুন। মনে রাখবেন, কোন মুসলমানকে শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া গালি দেওয়া অকাট্য হারাম। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১তম খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা) এবং অশ্লীল কথাবার্তা বলা ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম। হুজুর তাজেদারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম, যে ব্যক্তি অশ্লীল কথাবার্তার মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করে। (কিতাবুস সামত মাআ মাওসূআতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া সম্বলিত, ৭ম খন্ড, ২০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩২৫ আল মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, বৈরুত)

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলায়** আশেকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

আশিকানে রাসূল আয়িয়ে সুন্নাত কে ফুল,
দেনে লেনে চলে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও দোয়া সমূহ

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ

الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩) রহমতের সত্তরটি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ

صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মাণিত লোকটি কে! যখন তিনি চলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে,তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেল:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র,যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net